জ্যোতিরিঙ্গণ

কলিকাতা ট্রাক্টসোসাইটীর যত্নে প্রকাশিত।

২খণ্ড, ৭ সংখ্যা

জানুয়ারি, ১৮৭১

W.H. Sc.

জ্যোতিরিঙ্গণ।

বৈজ্ঞানিক কথা।

ভারকেন্দ্র।

(গতবারের অবশিষ্ট।)

শরৎ। সকল বস্তুর কি এক একটী ভারকেন্দ্র আছে ?

রমেশ। বস্তুর গঠন যেরূপ হউক না কেন, তাহার একটী ভারকেন্দ্র আছে ; আর যদি এই ভারকেন্দ্র হইতে পৃথিবীর উপর একটী লম্ব টানা যায়, তাহা হইলে সেই রেখাকে কার্য্যকারী রেখা কহে, অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণ সেই লম্বভাবে কার্য্য করে।

শ। আচ্ছা দাদা, এই কার্য্যকারী রেখার স্থান ত বস্তুটী স্থাপনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে পরিবর্ত্তন হইতে পারে ?

র। অবশ্যই হইতে পারে, এবং উহাতেই বস্তুটীর স্বস্থানে থাকা এবং স্থানচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়া ঘটিয়া থাকে। যদি এই কার্য্যকারী রেখা বস্তুর তলায় না পড়িয়া বহির্দ্দিকে পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তুর ভারকেন্দ্র অবলম্বন প্রাপ্ত না হওয়াতে স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূতলে পতিত হয়। যদি এক খানি গাড়ি কোন বন্ধুর পথে যাইতে যাইতে এত হেলিয়া পড়ে যে তাহার ভারকেন্দ্র হইতে ভূতলে লম্ব রেখা পাত করিলে তাহা গাড়ির তলায় না পড়িয়া বহির্দ্দিকে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই গাড়ি বিপদস্থ বা এক দিকে নত হইয়া পড়ে।

শ। তুমি সে দিন নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইবার সময় যে

উপদেশ দিয়াছিলে, এক্ষণে আমি তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি।

র। আমি তোমাদের বলিয়াছি যে যদি কখন নৌকায় যাইতে যাইতে ঝড় বা অধিক বাতাস হয়, তাহা হইলে কখন তোমাদের স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিবে না, কারণ তাহা করিলে ভারকেন্দ্র উত্থিত হইয়া বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ক্ষীরোদ। আচ্ছা দাদা, আমি অনেক হেলা মন্দির, এবং অনেক হেলা বাড়ী দেখিয়াছি। তাহারা এত হেলিয়া আছে, যে প্রায় পড়িয়া যায়; কিন্তু কৈ তথাচ ত তাহারা পড়িয়া যায় না।

র। একটী অট্টালিকা, কি একটী মন্দির হেলিয়া পড়িলেই যে কার্য্যকারি রেখা তাহার তলায় পড়িবে না, এমন হইতে পারে না। ইটালি দেশে পাইশা নামক নগরে এক অত্যুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে, তাহা এত হেলিয়া পড়িয়াছে যে লম্ব রেখা হইতে প্রায় ১৫ ফট অন্তরে সরিয়া গিয়াছে; তথাচ উহা পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে কার্য্যকারী রেখা উহার তলার বহির্ভাগে পতিত হয় নাই, সুতরাং যত দিন মসলার জোর থাকিবে, তত দিন উহার পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই। কাশীতে যে হিন্দুদিগের বিশ্বেশ্বরের মন্দির আছে, তাহাও হেলিয়া আছে, এবং ঐ কারণে পড়িয়া যায় নাই।

ক্ষী। সে দিন দিদি যে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে বড় কষ্ট হইয়াছিল। বোধ হয়, ঐ রূপ পড়িয়া যাওয়া ভারকেন্দ্রের কোন ব্যতিক্রম হইলেই ঘটিয়া থাকে।

র। মনুষ্য উন্নতভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে, তাহার শরীরের ভারকেন্দ্র-বিনির্গত কার্য্যকারী রেখা পদদ্বয়ের মধ্যে পতিত হয়, কিন্তু যদি পদ চালনা করিতে করিতে হেলিয়া পড়ে, তবে ভারকেন্দ্র অবলম্বন প্রাপ্ত না হওয়াতে সহসা ভূতলে পতিত হয়।

শ। সে দিন যখন বাজিকরেরা দড়ির উপর দিয়া চলিয়া গেল, তখন তাহারা ভারকেন্দ্র কিরূপে রক্ষা করিল?

র। যখন তাহারা দড়ির উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাদের শরীরের ভারকেন্দ্র হইতে লম্ব রেখা পাত করিলে তাহা ঐ দড়িরই উপর পতিত হয়, এই নিমিত্ত তাহারা

ভূতলে পতিত না হইয়া, দড়ির উপরই স্থির থাকে। আবার বোধ হয়, তোমরা ঠাউরিয়া দেখিয়াছ যে তাহাদের হস্তে একটী করিয়া বাঁশ থাকে। যদি কখন এক দিকে হেলিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, অমনি তৎক্ষণাৎ বিপরীত দিকে সেই বাঁশের অধিক ভাগ চালনা করিয়া দুই দিকে ভার সমান করে।

ক্ষী। সেই নিমিত্ত বুঝি, চৌকির উপর উপবিষ্ট থাকিলে, গাত্রোত্থান করিবার সময়ে, আমরা সম্মুখদিকে কিঞ্চিৎ নত হই।

শ। কেন, যখন কলসী করিয়া জল আন, তখন যে কক্ষে কলসী থাকে, তাহার বিপরীত দিক ঝুকিয়া চল।

র। আর স্ত্রীলোকেরা গর্ভবতী হইলে, কি উদরাময় হইলে, শরীর সম্মুখদিকে অধিক ভারাক্রান্ত হয়, এ নিমিত্ত তাহাদের মস্তক ও স্কন্ধদেশ পশ্চাৎ ভাগে কিঞ্চিৎ হেলিয়া যায়।

শ। দাদা, ভারকেন্দ্রের আর গুটি কতক উদাহরণ দাও না!

র। একটী গোলাকার দ্রব্য সমতল ভূমির উপর স্থির হইয়া থাকে, কারণ তাহার কার্য্যকারী রেখা পৃথিবীর উপর লম্ব ভাবে অবস্থিতি করে; কিন্তু উহা ক্রম-নিম্ন ভূমির উপর স্থাপন করিলে ক্রমাগত ঘূর্ণিত হইতে হইতে অধোদিকে পতিত হয়, কারণ ঐ গোলা যে ভূমি স্পর্শ করে, ভারকেন্দ্র-বিনির্গত রেখা সেই স্থানে পতিত না হইয়া তাহার সম্মুখদিকে পতিত হয়। এই বিষয়োপলক্ষে একটী কৌতুকাবহ পরীক্ষা আছে। যখন আমরা অগ্রবর্ত্তী হই, তখন আমাদিগের শরীরের ভারমধ্য-স্থানকে অগ্রবর্ত্তী করিতে হয়, কিন্তু যখন আমরা শরীরকে নত করি, তখন ঐ ভারমধ্য-স্থানকে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎভাগে অপস্থত করা আবশ্যক। সুতরাং শরীরকে অবনত করিতে হইলে পশ্চাৎ দিকে কিঞ্চিৎ স্থান না থাকিলে কোন প্রকারেই পারা যায় না। অতএব যদি কোন ব্যক্তিকে প্রাচীরের গায়ে পিঠের ঠেস দিয়া,দুই পা সংযত করিয়া এবং দুই পায়েরও দুই গোড়ারিকে ঐ প্রাচীর এবং মেজ্যের সমান করিয়া ঠেকাইয়া দাঁড়াইতে বলা যায়, আর তাহার সম্মুখে টাকা রাখিয়া কহ যে, তুমি পা না সরাইয়া যদি

ঐ টাকা কুড়াইয়া লইতে পার, তাহা হইলে টাকা তোমার হইবে, কিন্তু ইহাতে টাকা যাইবার কোন স্তা-বনা নাই।

মধুপায়ী পক্ষী।

ভ্রমরাদি পতঙ্গেরা পুষ্পের মধু পান করিয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহারাও পুষ্পমধু পান ক-রিয়া জীবন ধারণ করে। ঐ প্রকার পক্ষিগণকে মধুপায়ী বলে। উহাদের আকার অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। উহাদের শরীরের বর্ণ কাল বটে, কিন্তু সেই কালোতে আ-বার নীলের আভা আছে। আমরা পূর্ব্বদেশে ঐ প্রকার পক্ষী সকলকে দাড়িম্ব ফুলের মধু পান করিতে দেখিয়াছি। উহার চঞ্চু অতি সূক্ষ্ম এবং দীর্ঘ। ভ্রমর যেমন সূক্ষ্ম শুঁড় দ্বারা পুষ্পমধু পান করে, উ-হারা তদ্রূপ সূক্ষ্ম চঞ্চু দ্বারা অনায়া-সে যে সে ফুলের মধু পান করিয়া থাকে।

পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি!

লেডি হেয়ারউডের

জীবনচরিত।

নবম অধ্যায়।

বাড়ীর সকলে জেনের কাছে আ-সিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লা-গিল। কেহ কর্ত্তার দোষ দিতে, কেহ বড় দাসীর নিন্দা করিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া গিন্নী কি করিবে-ন স্থির করিতে না পারিয়া, জেনের মাতাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলি-লেন। জেনের মাতা সংসারের ভাব গতি বিলক্ষণ জানিত এবং ঈশ্বরের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি ও একান্ত নির্ভর থাকাতে সর্ব্বদা মনে করিত, যাহা কিছু দুর্ঘটনা হউক না কেন, অবশ্যই মঙ্গলের জন্য হইতেছে; ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে না পা-

রাতেই আমরা বিপদে মুহ্যমান হইয়া পড়ি, সুতরাং কন্যার কর্ম্ম গেল বলিয়া তত দুঃখিত হইল না। এবং কন্যার উপর গিন্নীর যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কন্যাকে বাটী লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

গিন্নী বলিলেন, দেখ জেনের মা, তোমার মেয়ে এখানে আসা অবধি আমি তাহার কোন দোষ দেখিতে পাই নাই, আমি তাহার উপর সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট আছি, তাহার জন্য আমি সার আর্থারের নিকট বিশেষ করিয়া পত্র লিখিতেছি, সংবাদ আসিলেই তোমাকে সংবাদ দিব। তুমি আপাততঃ জেন্‌কে কোন স্থানে নিযুক্ত করিয়া দিও না। এমা সেখানে অন্য দাসীর কাছে ভাল থাকিতে পারিবে, আমার এমন বোধ হয় না। যদি বল, কাজ না করিলে চলিবে কেন, তা আমার হাতে অনেক সেলাইয়ের কাজ আছে, আমি ত বাহিরের লোককে সর্ব্বদা ঐ কাজ দিয়া থাকি, তোমার মেয়েকেও দিতে পারি। সে ত বেস কাজ কর্ম্ম জানে। আমি উহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

গিন্নীর কথা শুনিয়া জেনের মাতা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিল, তবে আপাততঃ তাহাকে ঘরে লইয়া যাই। গিন্নী সম্মত হইলেন। তৎপরে সে কন্যার নিকট যাইয়া দেখিল, সে দুঃখে অধীর হইয়া পড়িয়াছে, অনন্তর তাহার বস্ত্রাদি গুছাইয়া তাহাকে গিন্নীর নিকটে আনিল,সে কোন কথাই বলিতে পারিল না, কেবল রোদন করিতে লাগিল।

গিন্নী ইহা দেখিয়া জেনের মাতাকে কহিলেন,ইহাকে মধ্যে মধ্যে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে, আমি ইহাকে দেখিলে অত্যন্ত সুখী হই। এ যখন প্রথম এখানে আইসে,আমি ইহাকে এত ভাল বাসিব বলিয়া মনে হয় নাই।

জেনের মাতা গিন্নীর নিকট বিদায় লইয়া কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী চলিল, বাটীর দাস দাসীরাও অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে গেল ; সকলেই দুঃখিত ; জেন্‌ একান্ত কাতর ; "এমা, এমা" ব্যতীত তাহার মুখে অন্য কথা নাই, বাটী পৌঁছিয়াও তাহার ঐ ভাব।

এই রূপে কয়েক দিন গত হইল।

রবিবারে তাহার মাতা গির্জায় যাইবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে কহিল। অনন্তর তাহাকে প্রস্তুত দেখিয়া মাতা কহিল, দেখ জেন্, এখনো গির্জার সময় হয় নাই, চল ততক্ষণ আমরা গিয়া পাহাড়ের উপর বেড়াই, তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে, ঐ স্থানেই বলিব। গির্জার ঘণ্টা বাজিলে আমরা ওখান হইতে নামিয়া আসিব। তোমার ছোট ভগিনী ইতিমধ্যে কাজ কর্ম্ম সারিয়া গির্জায় যাইবে।

অনন্তর উভয়ে পাহাড়ের উপর গেল, এবং খানিক ক্ষণ ইতস্ততঃ বেড়াইয়া এক খানি পাথরের উপর বসিল। বসিয়া মাতা জেন্‌কে বলিতে লাগিল, দেখ বাছা, তুমি কি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইবে? ক্রমাগত চক্ষের জল ফেলিলে কি হইবে বল? কাঁদিলে ত এমা ফিরিয়া আসিবে না।

জেন্। মা, তুমি এমাকে ভাল করিয়া জান না বলিয়াই এমন কথা বলিতেছ। আমার বিশেষ কষ্ট এই যে সে এক্ষণে যাহার হাতে পড়িয়াছে সে ভাল লোক নয়; সে এমাকে ভাল করিয়া যত্ন করিবে না এবং ভাল শিক্ষাও দিবে না।

মাতা। বাছা, তুমি বড় একগুঁয়ে মেয়ে দেখিতেছি।

জেন্। কেন মা?

মাতা। ঈশ্বরের কাজে তোমার মন নাই। তোমার আপনার যা ভাল লাগে, তাই কর। দেখ, তিনি যখন তোমাকে এমার প্রতিপালনের ভার দিয়াছিলেন, তুমি আহ্লাদপূর্ব্বক লইয়াছিলে, এখন তিনি কিছু দিনের জন্য নিজের হাতে লইয়াছেন, তুমি অসন্তুষ্ট হইতেছ।

জেন্। সে কি মা? এমাকে কি ঈশ্বরের হাতে দেওয়া হইয়াছে?

মাতা। হাঁ, তা বৈ কি? আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কোন বিষয় নিবারণ করিতে না পারি, তখন তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়াছে, মনে করিতে হইবে। এবং এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, ইহার অন্যথা মনে করা উচিত নয়।

জেন্। মা, আমি এমাকে কুলোকের হাতে দিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব?

মাতা। পরমেশ্বরই তাহাকে

তোমার হাত হইতে লইয়াছেন। সে যদিও এক্ষণে মন্দ লোকের হাতে পড়িয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে কোন্ কর্ম্ম কঠিন? তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন? তুমি তাহার রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কর, তিনি তোমার প্রার্থনা শুনিবেন। তিনি যে তাহা কোন্ অলক্ষ্য উপায়ে সম্পন্ন করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে? তোমার মনে যেন এই প্রকার ভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।

জেন্। মা, তোমার কথায় আমার জ্ঞান হইল। এখন অবধি আমি ঐরূপ করিতেই যত্ন করিব।

মাতা। শুদ্ধ ইহা নয়; তুমি যে কেবল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে, তাহা নয়; তোমার নিজের কোন দোষে এই ঘটনা হইয়াছে কি না, তাহাও বিশেষ করিয়া দেখিবে। হয় ত, তুমি অন্যান্য লোকের স্বভাব দেখিয়া আপনাকে তাহাদের অপেক্ষা ভাল মনে করিয়া মনে মনে অহঙ্কার করিতে। এই এখন গির্জায় যাইতেছ, তথায় গিয়া যাহাতে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার এবং যাহাতে পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমার দোষ জানিতে পার, তজ্জন্য প্রার্থনা করিবে। আর তোমার দোষ জানিতে পারিয়া অনুতাপ করিলে ত্রাণকর্ত্তার কৃপায় তোমার পাপের ক্ষমা হইবে। আর এমা যাহাতে খ্রীষ্টের প্রকৃত ভৃত্য হয়, এবং সমস্ত ঘটনা যেন তোমার মঙ্গলের জন্য হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করিবে। ঈশ্বর যদি তোমাকে দুরবস্থায় ফেলেন, অপরাজিত চিত্তে আপন কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবে না। আমার পরামর্শ অনুসারে চলিলে যদি তোমার আপাততঃ কোন ক্লেশ হয়, কিন্তু তুমি খ্রীষ্টের গুণে সঙ্গে সঙ্গে শান্তি পাইবে।

অলঙ্কার।

অলঙ্কারপ্রিয়তা আমাদিগের দেশের রমণীদিগের একটী রোগ। একথা শুনিয়া হয়তো আমাদিগের

সুন্দরী পাঠকগণ বড় বিরক্ত হইবেন। বিরক্ত হউন আর যা করুন, আমরা তাঁহাদের ন্যায় অলঙ্কার ভাল বাসী না। বিশেষতঃ আমরা নতের উপর বড় বিরক্ত। যাঁহারা নাকে নত পরিয়া আপনাদিগকে বড় সুন্দরী বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহা-

দের ঘরে কি দর্পণ নাই? যদি থাকে, তাহাতে একবার মুখ দেখিবেন। যদি না থাকে, উপরে অঙ্কিত সুন্দরীর মুখাকৃতি দেখিবেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে নত পরিলে কেমন সুন্দর দেখায়!

আমরা শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে রোমদেশের ভামিনীরা নত পরিতেন। সে “ পূর্ব্বকালে” আর এখন নাই। “পূর্ব্বকালে” আদম হবাও বৃক্ষপত্র সিলাই করিয়া পরিতেন, কিন্তু সেই জন্য আমরাও যে এখন তাহাই করিব, ইহা যুক্তিসম্মত নহে। কাল সহকারে মনুষ্যসমাজ পরিবর্ত্ত হইতেছে, সুতরাং সেই পরিবর্ত্তনের সহিত যোগ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। যে কারণে এক্ষণে উল্কী পরার পদ্ধতি প্রায় উঠিয়া যাইতেছে, সেই কারণে কি নতের ব্যবহার রহিত করা কর্ত্তব্য নয়?

আমরা ভরসা করি, অনেকে উপরিস্থ মুখাকৃতি দেখিয়া নত ভাঙ্গিয়া অন্য কোন সঙ্ভোচিত অলঙ্কার গড়িতে দিবেন।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান।

পদ্মিনী।

রাজপুত্র-ঐতিহাসিক বিবরণ মধ্যে অনেক হিন্দু বীরাঙ্গনার জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে পদ্মিনীর উপাখ্যান অতি মনোহর। তাঁহার সৌন্দর্য্য, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, ও শোকাবহ মৃত্যুর বিবরণ পাঠে পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও নেত্রনীর নিপতিত হয়। ১২০০খ্রীষ্টাব্দের প্রা-

রন্তে লঙ্কাধিপতি হামীরশঙ্কের গৃহে পরম রূপবতী পদ্মিনীর জন্ম হয়। রাজা দুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার নাম পদ্মিনী রাখিলেন। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য রশ্মি যেমন উ-জ্জ্বল, শরৎ-সুধাংশু-অংশু পূর্ণিমার রজনীতে যেমন স্বচ্ছ, যৌবনকালে পদ্মিনীও সেই রূপ অপূর্ব্ব শোভা-বিশিষ্টা হইতে লাগিলেন। সরো-বরে নলিনী বিকশিত হইলে এবং মন্দ মন্দ গন্ধবহ তাহার গন্ধ বহন করিয়া চারিদিক আমোদিত করিলে প্রমত্ত ভ্রমরগণ যেমন মধু পান আ-শয়ে মধুরস্বরে গান করিতে করিতে নলিনীর নিকট গমন করে,সেই রূপ পদ্মিনীর যশঃ সৌরভে মোহিত হইয়া নানা দেশ হইতে ভূপতিগণ তাঁহার পাণি গ্রহণাভিলাষে লঙ্কায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু নলিনী যেমন মধুকরগণের মধুর-স্বরে মোহিত না হইয়া দিবাকর করে কর সমর্পণ করে, পদ্মিনীও তদ্রূপ অন্য নৃপতিগণের তোষামদে পরা-ভূতা না হইয়া সূর্য্যসম বীর্য্যশালী রাজপুত্ররাজ ভীমসেনের গলে বর-মাল্য অর্পণ করিলেন। পদ্মিনীর পিতৃব্য গোরা এবং তাঁহার ভ্রাতা বাদল তাঁহার সমভিব্যাহারে মি-বরে আগমন করিলেন। পদ্মিনী সিংহলে যে প্রাসাদে অবস্থিতি করি-তেন,তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মিনী অপহরণ মানসে পাঠান সম্রাট আলাউদ্দীন্ চিতোর আক্রমণ করেন, কিন্তু অব-শেষে জয়লাভে নিরাশ হইয়া কেব-ল দর্পণে পদ্মিনীর মুখপদ্ম দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইবার অঙ্গীকার ক-রেন, চিতোরাধিপতিও প্রবল শত্রু হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার আশয়ে অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন। ধূর্ত্ত আলাউদ্দিন্ আপনার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া প্রত্যাগমনকালে শি-ষ্টাচারে সরল-হৃদয় ভীমসেনকে ব-শবর্ত্তী করিয়া কৌশলক্রমে বন্দি-বেশে আপনার শিবিরে আনয়ন করেন, এবং পরে প্রচার করিয়া দেন যে পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইলেই রাজা-কে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। পতিপ্রাণা পদ্মিনী স্বামীর এরূপ দুর্গতি শ্রবণে শোকে মূর্চ্ছা-গতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। সখীগণ মহিষীর এরূপ অবস্থা দর্শ-নে ব্যস্তা হইয়া কেহ বা বদনে বারি

সেচন, কেহ বা তালবৃন্ত ব্যজন, এবং কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে জ্ঞানোদয় হইলে মহিষী শোক সম্বরণ করিয়া এই ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধারের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইলেন যে রজনীযোগে তিনি তাঁহার শিবিরে গমন করিবেন। আলাউদ্দীন্ পদ্মিনী-সহবাস-আশে মোহিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিচিত্র বসন পরিধান ও অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে পদ্মিনীসহ সাত শত শিবিকা মধ্যে সাত শত স্ত্রীবেশ ধারী সেনা তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইল। ভীমসেনও ঐ অবশরে পদ্মিনী সমভিব্যাহারে নিজ গৃহে পলায়ন করিলেন। আলাউর্দ্দীন্ এই রূপে পদ্মিনীলাভ আশয়ে হতাশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু পদ্মিনীর মুখপদ্ম বিস্মৃত হইতে অক্ষম হইয়া তিনি ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে, পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। এইবার চিতোর সেনা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিকটে পরাজিত হয়, তাহাতে পদ্মিনী নিরুপায় হইয়া সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত প্রদীপ্ত অনলে পতিতা হন, এবং নৃশংস আলাউদ্দীনও স্বীয় দুরাশা পূর্ণ করণে হতাশ হইয়া ক্ষুব্ধ মনে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন।

পদ্মিনী-উপাখ্যান পাঠে দুইটী ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। প্রথমতঃ, "দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব রক্ষার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত।" ইহা চিন্তা করিয়া কে না তাঁহাদের প্রশংসা করিবে? দ্বিতীয়তঃ,মুসলমানদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়াতে দেশের যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে!

রেলওয়ে ষ্টেশন ও বাষ্পীয় শকট।

মালতী।
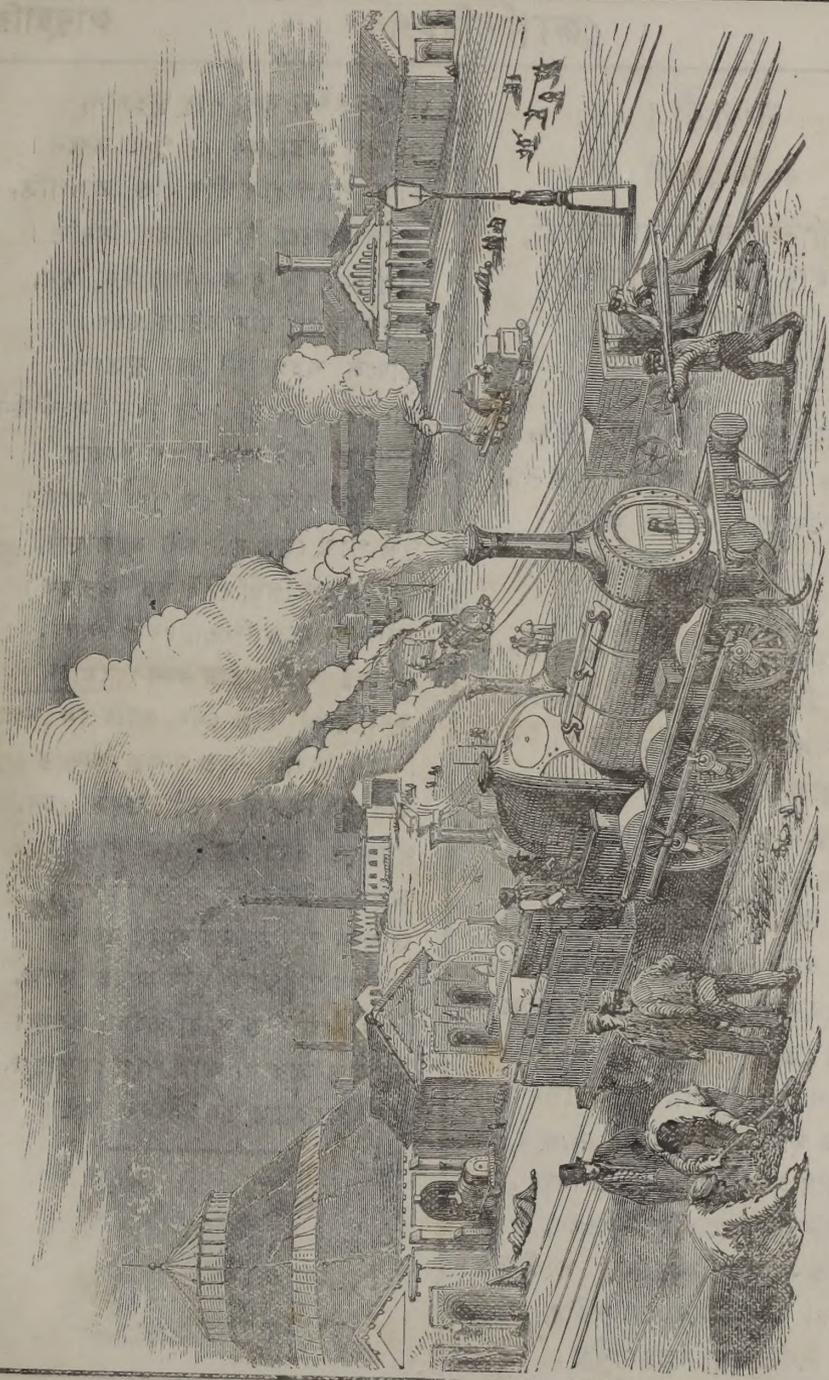
স্থান-পৈতৃকবাটী।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী কন্যা মালতী, তাঁহার মাতা ও ভগিনীর কথোপকথন।

মালতী ;—

কি কব স্বর্গের কথা, সে পুণ্য নগর,
বর্ণিতে কি ভবে তাহা পারে কোন নর ?
অতুল বিভব তার, গৌরব অতুল,
কি আছে তাহার সনে হইবেক তুল ?
স্ফটিকে গঠিত সেই অমর নগর,
মাণিক-তোরণ তার অতি শোভাকর।
নিরমল নীরময়ী জীবনের স্রোতঃ,
সেপুণ্য নগর দিয়া বহিছে নিয়ত।
অমৃত বৃক্ষের মালা দুধারে শোভিছে,
বারো মাসে বারো ফল তাহাতে ধরিছে।
পবিত্র আনন্দ তথা পবিত্র প্রমোদ,
চিন্তিলে উপজে মনে পবিত্র প্রমোদ।
দিবাকর কর কিম্বা চন্দ্রের আলোকে,
প্রয়োজন নাহি মাগো, সেই দিব্য লোকে।
পরমেশ তেজে দীপ্ত সদা সে নগর,
বিরাজেন মেষশিশু দীপের শোসর।
প্রেমময় স্থান সেই প্রেমের বাজার,
পূজে সবে ঈশে দিয়া প্রেম উপহার।
বিনা বিনিন্দিত স্বরে দিব্য দূতগণ,
প্রেমেতে মাতিয়া করে বিভু সংকীর্ত্তন।
শীতলিয়া সাধু জনগণের শরীর,
বহিছে নিয়ত তথা মলয় সমীর।
বেষ্টিত হইয়া তথা সাধু দূতগণে,
পরমেশ বিরাজেন সে পুণ্য ভবনে।
ডানি পাশে বসি তাঁর যীশু ত্রাণপতি,
পাপি নরতরে ঈশে করেন মিনতি।
পাপ হতে কোন জন ফিরাইয়া মন,
যীশুর আশ্রয় যদি করয়ে গ্রহণ।
তাহলে স্বরগবাসী দিব্য দুতগণ,
আনন্দে মাতিয়া করে বিভু সংকীর্ত্তন।
মরণান্তে সেই জন হরিশ অন্তরে,
অবহেলে চলি যায় সে পুণ্য নগরে।
পূর্ব্ব পাপ হেতু যত কষ্ট জ্বালাতন,
সেই স্থানে গিয়া সেই হয় বিস্মরণ।
আপনার হস্তে পিতা, দয়ার সদন,
নয়নের অশ্রু তার করেন মোচন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রাগ দ্বেষ নাহি সে নগরে,
নিবসে নিবাসী যত প্রফুল্ল অন্তরে।
করি গো মিনতি মাতঃ, শুনহ বচন,
থাকিতে সময় কর যীশুর সাধন।
অনুতপ্ত চিতে চল যীশুর সদনে,
তাহলে রবে না ভয় কদাচ মরণে।
যেই পাপ ভয়ে তুমি হয়েছ অচল,
নিজ স্কন্ধে যীশু তাহা লইবা সকল।
ভুগিতে হবে না আর পাপ হেতু দুখ,
ইহ পরকালে তব হইবেক সুখ।

ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা মুদ্রিত।